বাংলা বিভাগ, শৈলজানন্দ ফাল্গুনী স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, বীরভূম

Model Question & Answer for 2nd Semester, 2020 (B.U Exam.)

Prepared by
Dr. Ajoy Saha
Astt. Prof. of Bengali

CC - II : বিষয় : বৈষ্ণব পদাবলী

০২ নম্বরের প্রশ্ন : বিষয়ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর সময়কাল চিহ্নিত কর।

২। চৈতন্য-পূর্ব এবং চৈতন্য পরবর্তী যুগের দু'জন করে বৈষ্ণব কবির নাম লেখ।

৩। চৈতন্য সমকালীন দু'জন বৈষ্ণব কবির নাম লেখ।

৪। অষ্টাদশ শতকের দু'জন বৈষ্ণব কবির নাম লেখ।

৫। দু'জন মুসলমান বৈষ্ণব কবির নাম লেখ ?

৬। প্রথম বৈষ্ণব পদসংকলন গ্রন্থ কোনটি ? এর সংকলক কে ছিলেন ?

৭। বৈষব কবিদের মধ্যে 'ঘোষ ভ্রাতৃত্রয়' বলতে কাদের বোঝায় ?

৮। উনিশ শতকে সংকলিত বৈষ্ণব পদ সংকলন গ্রন্থের নাম কী ? এটি কে সংকলন করেন ?

৯। বৈষ্ণব সাহিত্যে পঞ্চরস কী কী ?

১০। 'গৌরনাগরী ভাব' বলতে কী বোঝ ? এই ভাবের প্রবক্তা কে ?

১১। 'অভিনব জয়দেব' কাকে বলা হয় ?

১২। 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' বা বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য কাকে বলা হয় ?

১৩। সর্ববৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদসংকলন গ্রন্থের নাম কী ?

১৪। 'গৌরাঙ্গ-বিষয়ক' পদ কাকে বলে ? এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি কে ?

১৫। 'গৌরচন্দ্রিকা' বলতে কী বোঝ ?

১৬। "বিকশিত ভাব-কদম্ব" – কোন কোন ভাব বিকশিত হয়েছে ?

১৭। "কি পেখলু নটবর গৌর কিশোর।" – 'গৌর কিশোর' কে ? তাঁকে কে প্রত্যক্ষ করেছেন ?

১৮। "অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু" – 'কল্পতরু' কাকে বলা হয়েছে ? তা 'অভিনব' কেন ?

১৯। "অখিল মনোরথ পূর" – কে, কীভাবে 'অখিল মনোরথ' পূর্ণ করেছেন ?

২০। "তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত / গোবিন্দদাস রহু দূর।" – কবি নিজেকে 'দীনহীন বঞ্চিত' বলেছেন কেন ?

২১। "কোথায় পরাণনাথ বলি খেণে কান্দে" – কে, কেন ক্রন্দন করেছেন ?

২২। "মিনতি করিয়ে তো সভারে।" – বক্তা কে ? তিনি কাদের কাছে কী মিনতি করেছে ?

২৩। "প্রবোধ না মানে মায়ের মন।" – মায়ের মন কেন প্রবোধ মানে নি ?

২৪। "তেঞি বনে পাঠাইয়া দিব।" – বক্তা কাকে বনে পাঠাতে চেয়েছেন ? অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে বনে পাঠাতে বাধ্য হয়েছেন কেন ?

২৫। "কোথা বা কি দেব পাইল।" – বক্তার এরূপ মনে হওয়ার কারণ কী ?

২৬। "আলো মুঞি জানো না –" বক্তা কে ? তিনি কী জানতেন না ? জানলে কী করতেন ?

২৭। "ভূবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল।" – বক্তা কী ঘোষণা করেছেন ?

২৮। "কুসুমে মধুপ কহি সেহো নহে তুল।" – কীসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ? কেনই বা তুলনীয় নয় ?

২৯। "সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা।" কোন প্রসঙ্গে একথা বলা হয়েছে ?

৩০। "তিলে তিলে নূতন হোয়।" – কোন প্রসঙ্গে এরূপ অনুভব ? বক্তার কেন তা মনে হয়েছে ?

৩০। "প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ।" – বক্তা কে ? কেন তিনি এরূপ কথা বলেছেন ? এ প্রসঙ্গে কবি ভণিতায় কী বলেছেন ?

৩১। "মন্দির বাহির কঠিন কপাট।" – 'কঠিন' শব্দটির ব্যঞ্জনার্থ লেখ।

৩২। "সই, কি আর বলিব তোরে।" – বক্তা কী কথা বলেছেন ?

৩৩। "বঁধুর পিরীতি আরতি দেখিয়া / মোর মন হেন করে।" – 'বঁধু'র কী 'আরতি' বক্তা লক্ষ করেছেন ? সে প্রেক্ষিতে বক্তার মনে কোন বাসনা জেগেছে ?

৩৪। "ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু পর।" – বক্তার এরূপ বিপ্রতীপ অবস্থার কারণ কী ?

৩৫। "কোন বিধি সিরজিল সোতের শেঁওলি।" – 'সিরজিল' শব্দের অর্থ কী ? 'সোতের শেঁওলি'র সঙ্গে বক্তার সাদৃশ্য কোথায় ?

৩৬। "বঁধু তুমি যদি মোরে নিদারুণ হও।" – সেক্ষেত্রে বক্তা কী করতে চেয়েছেন ? কেন তিনি সেরূপ প্রতিক্রিয়া দেখাতে চেয়েছেন ?

৩৭। "বাঁশুলী-আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।" – 'বাঁশুলী' কে ? চণ্ডীদাস কী বলেছেন ?

৩৮। "সখি কি মোর করমে লেখি।" – বক্তার এরূপ আক্ষেপোক্তির কারণ কী ?

৩৯। "কানুর পিরীতি মরণ অধিক শেল।" – কার উক্তি ? কোন প্রেক্ষিতে তিনি এরূপ মন্তব্য করেছেন ?

৪০। "এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।" – 'ওর' শব্দের অর্থ কী ? বক্তার এরূপ উক্তির কারণ কী ?

৪১। "ফাটি যাওত ছাতিয়া।" – এরূপ যন্ত্রণাদীর্ণ অবস্থার কারণ কী ?

৪২। "কি করব সো পিয়া-লেহে।" 'পিয়া-লেহে' শব্দের অর্থ কী ? কেন বক্তা এরূপ কথা বলেছেন ?

৪৩। "চৌদিগে পসারব চাঁদক হাট।" বক্তা কেন এবং কীভাবে 'চাঁদক হাট' বসাতে চেয়েছেন ?

৪৪। "মতি রহু তুয়া প্রসঙ্গ।" – কোন প্রসঙ্গে বক্তা একথা বলেছেন ?

৪৫। "যব তুহু করবি বিচার।" – কীসের বিচারের কথা বলা হয়েছে ? বিচার করে তিনি কী পেতে পারেন বলে বক্তার মনে হয়েছে ?

৪৬। "হরি, হরি হেন দিন হইবে আমার।" – বক্তা কোন দিনের কথা বলতে চেয়েছেন ?

৪৭। বিদ্যাপতির 'প্রার্থনা'র সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের মূল পার্থক্য কোথায় ?

৪৮। 'প্রেমবৈচিত্ত্য' কাকে বলে ?

৪৯। কোনও 'গৌরাঙ্গ-বিষয়ক' পদ কখন 'গৌরচন্দ্রিকা' অভিধা লাভ করে ?

৫০। বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে 'বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার' রসাত্মক পদ রচনার প্রবণতা বেশি কেন ?

****

উত্তর সংকেত :

১। চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ শতক।

২। চৈতন্য-পূর্ব যুগ – বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস এবং চৈতন্য পরবর্তী যুগ – গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস।

৩। মুরারী গুপ্ত, নরহরি সরকার, ঘোষ ভ্রাতৃত্রয়।

৪। রাধামোহন ঠাকুর, প্রেমদাস, গোকুলানন্দ।

৫। সৈয়দ মুর্তজা, আলি রাজা, নাসির মামুদ।

৬। ক্ষণদাগীত চিন্তামণি – বিশ্বনাথ কবিরাজ।

৭। মুর্শিদাবাদের তিন ভাই – গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ ও বাসুদেব ঘোষ।

৮। গৌরপদতরঙ্গিনী – জগবন্ধু ভদ্র।

৯। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।

১০। গৌরাঙ্গকে নাগর এবং ভক্ত বা সাধক নিজেকে নাগরী রূপে কল্পনা করে যে ভজনা করা হয় তাই 'গৌরনাগরী ভাব'। এই ভাবের প্রবক্তা নরহরি চক্রবর্তী।

১১। বিদ্যাপতি।

১২। গোবিন্দদাস।

১৩। বৈষ্ণবদাসের 'পদকল্পতরু'।

১৪। গোবিন্দদাস।

১৫। অশ্রু, পুলক, স্বেদ।

Prepared by Dr. Ajoy Saha, Astt. Prof. of Bengali, S.F.S Mahavidyalaya